★ নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত এশিয়ান ব্লক ইঙ্গমার্কিন ★ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের তাঁবেদার হইতে বাধ্য

এশিয়ার সাম্যবাদী অভিযানকে রুখিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি

এশিয়ার পুঁজিবাদী চক্রের নেতা পণ্ডিত নেহেরু; এ কথাটা সারা পুঁজিবাদী দুনিয়া ভালভাবে জানে এবং স্বীকার করে বলিয়াই সর্ব্বত্রই প্রচার চলিতেছে নেহেরুর কৃতিত্ব, তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তাঁহার নেতৃত্বের বলিষ্ঠতার প্রশংসা করিয়া। দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণে মৃতপ্রায় সুপ্ত এশিয়ার জনসাধারণ আজ তাহাদের এতদিনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিতেছে, মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন মরণ সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। চিয়াংএর কুয়োমিনটাং চীন আজ চুরমার হইয়া গিয়া ধূলার সঙ্গে মিশিতেছে, নানকিং যায় যায়, স্বয়ং চিয়াং রাজ্যশাসন ভার ত্যাগ করিয়া ভগ্নমনোরথে রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, চীনের মাটি হইতে সাম্যবাদের বীজ চিরতরে দূর করিবার প্রবল বাসনা লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্যপুষ্ট এশিয়ার গ্রেট ডিক্টেটর যে নিষ্পেষণ চালাইয়াছিলেন জনতার উপর আজ সেই জনতাই তাঁহার বিচারে বসিয়াছে। 'গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট অব দি ইষ্ট' আজ পলাতক। সমগ্র চীনত লাল হইল বলিলে হয়। সুতরাং এতদিন যাহার উপর নির্ভর করিয়া ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্তে শোষণ চালাইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি কাজে যাহাকে সহায়ক হিসাবে পাইয়াছে, যাহাকে দিয়া এশিয়া হইতে সাম্যবাদ নিশ্চিহ্ন করিবার কাজ করাইয়া লইয়াছে তাহার পতনে আর একজন নূতন লোক চাই ত। কোথায় পাওয়া যায় সেই লোক; খোঁজ চলিল দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল মহলে। কিন্তু সুপ্ত এশিয়ার জনগণ আজ জাগিতেছে—তাই প্রত্যেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ অভ্যুত্থান মাথা ছাড়া দিয়া উঠিতেছে, বর্মা, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া, সর্ব্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদীর মিত্র ও ভৃত্য দেশীয় পুঁজিপতিরা আজ নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাইতে ব্যস্ত। যাহারা কিছু নিশ্চিন্তে শোষণ চালাইতে পারিতেছে তাহারা হইল ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী; উপরন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির পুঁজিপতি শ্রেণী অপেক্ষা জাপান বাদে ভারতীয় পুঁজিপতিরা শ্রেণী হিসাবে অনেক বেশী সবল। ইহা ব্যতীত এশিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষ এক বিশেষ সুবিধাজনক স্থান দখল করে। এই সমস্ত দিক বিচার করিয়াই ইঙ্গমার্কিন নেতৃত্ব পরিচালিত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী চক্র নেহেরুকে এশিয়ার নেতা বানাইয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়াও যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া সম্মেলন এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আনিয়া দিবে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই আত্ম প্রবঞ্চনা করিয়া ছিলেন বলিতে হইবে।

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] ১৯শে মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৫৫, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ [মূল্য—দুই আনা

এশিয়াবাসিদের জন্য এশিয়া নূতন চাল নয়

এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য এই ধ্বনি অতি সহজেই প্রত্যেকটি সাধারণ এশিয়াবাসীকে আকৃষ্ট করে। ইহার কারণও যথেষ্ট আছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় যে নিদারুণ শোষণ ও অত্যাচার করিয়াছে তাহার স্মৃতি জনমন হইতে মুছিয়া যাইতে পারে না আর সেই কারণে এই শ্বেতচর্ম্ম বিশিষ্ট জাতিগুলির প্রতি এশিয়ার জনসাধারণের চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা ছিল এবং এখনও আছে। নিজেদের দুর্বলতার জন্য তাহারা এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা স্বভাবতই লজ্জিত ছিল। এই মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফ্যাসিবাদী জাপান যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল এশিয়ায় অবস্থিত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তখন তাহার রণধ্বনি হইল—এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া। তাহাদের এই আহ্বানে জনতা সাড়া দিল ভাল ভাবেই। তাহারা বুঝিল না এ আহ্বান জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আহ্বান নয়, ইউরোপীয় দেশগুলিও মার্কিনের সাম্রাজ্যবাদের বদলে জাপানের শোষণের ফাঁস গলায় পরাইবার জন্য এই আহ্বান। কিছু দিনের পর জনতার ভুল ভাঙ্গিল। তাহারা বুঝিল এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া এ ধ্বনি ফ্যাসিবাদকে কায়েম করার ধ্বনি, শোষণ ইহার দ্বারা দূর হইবে না। তাহারা শোষণহীন সমাজ চায় তাই ইউরোপীয় দেশগুলির দ্বারা হউক কিংবা এশিয়ার শক্তিশালী দেশ জাপানের দ্বারা হউক কোন শোষণেরই তাহারা পক্ষপাতী নয়। তাই এখন নূতন করিয়া আওয়াজ উঠিয়াছে—"সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়।"

ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার পর দেখিল সারা এশিয়ায় তাহাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান যুদ্ধে পরাজিত। সুতরাং এই অবসরে এশিয়ার বাজার দখল করার চেষ্টা তাহারা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু বর্ত্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের দিনে উন্নত পুঁজিবাদীদেশগুলির কাছে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদকে নতি স্বীকার করিয়া চলিতেই হইবে। তাই ইঙ্গমার্কিন পুঁজিকে ভারতবর্ষে নিশ্চিন্তে খাটিবার সুযোগ সুবিধা দিয়া দুর্ব্বল ভারতীয় পুঁজি সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় বিদেশী বাজার দখল করিতে সচেষ্ট হইল। ইহার ফল স্বরূপ বিদেশী পুঁজিপতির প্রতি পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইল; বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা, শিল্পের জাতীয়করণ প্রভৃতি যে সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া নেতারা ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন সে গুলি আর বাস্তবে রূপ দেওয়া হইল না; ইহার বিনিময়ে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী 'হাভানা প্যাক্ট' প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাহিরের বাজার সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় সামান্য মাত্রায় দখল করার সুবিধা পাইল। ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী জানে যে তাঁহাকে বাঁচিতে হইলে ইঙ্গমার্কিন তাঁবেদারী করিতেই হইবে তাই একদিকে তাঁবেদারী চলিল ও অন্যদিকে তাহাদের যাহাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব আসে শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিকে শোষণ করার বিষয়ে সেই উদ্দেশ্যে পুরাতন আওয়াজ "এশিয়া বাসীদের জন্য এশিয়া" এই ধ্বনি নূতন করিয়া চালু করা হইল। এই কাজে এশিয়ার এতদিনের উপনিবেশগুলির দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর উগ্র সমর্থনও মিলল। কারণ তাহারা ভাবিল ইহার মধ্য দিয়া জনতার আসল সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়া নিজেদের পুঁজিবাদী শোষণকে অব্যাহত রাখা যাইবে। উপরন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে যে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থান চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি ব্লক গঠণ করার সুবিধা হইবে।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ শহীদ মণ্টু গাঙ্গুলী ★

ফ্যাসিবাদী কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গত ২১শে জানুয়ারী যে কয়জন শহীদের রক্তে কলকাতার রাজপথ রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সভ্য ও ছাত্রব্যুরোর কর্ম্মী কমরেড মণ্টু গাঙ্গুলী তাদেরই একজন।

"মৃত্যুঞ্জয়ী' কমরেড মণ্টু গাঙ্গুলী, কংগ্রেসী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তুমি জনতার সাথে দৃঢ় কণ্ঠে দাবী জানিয়েছিলে, তাই ওরা তোমার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল বুলেট দিয়ে—কিন্তু কমরেড, প্রাণমূল্যে যে আদর্শের প্রতি অবিচলিত অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেলে—সে আদর্শের বাণী কখনও বুলেট দিয়ে স্তব্ধ করা যায় না—এবং সেই আদর্শ পালন করতে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের প্রত্যেক কর্ম্মীই বদ্ধপরিকর।"

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সমস্ত ইউনিটের লাল পতাকা অর্দ্ধনমিত করে মৃত কমরেডের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

সংগ্রামপথে ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী

ভারত সরকারের বৃহত্তম আয়ের ক্ষেত্র হইল রেলবিভাগ; ইহার পরেই স্থান ডাক ও তার বিভাগের অথচ এই বিভাগের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকের মত অবহেলিত ও নিষ্পেষিত শ্রমিক ও কর্ম্মচারী অন্য কোন সরকারী বিভাগে আছে কিনা সন্দেহ। ১৯২০ সালে সংগ্রাম করিয়া ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিক ও কর্ম্মচারী তাঁহাদের অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেও ১৯৩১ সালে তাহাকে আবার নামাইয়া দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে ও তাহার পরে তাঁহাদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠায় ১৯৪৬ সালে তাঁহারা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন ধারয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়াও নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় যে সংগ্রাম বিফল হইয়া গেল। তাহার পর সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর ব্যর্থভাবে প্রতিক্ষা করিয়াও যখন তাঁহাদের অবস্থার সুরাহা হইবার কোন সম্ভাবনাই চোখে পড়িল না তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে আবার সংগ্রামের পথে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতেই যে যে কারণে পূর্ব্বের সংগ্রাম সফল হয় নাই সেই সেই কারণগুলি যাহাতে আবার ঘটিতে না পারে তাহার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিলে পুনরায় ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে, ন্যায়সঙ্গত দাবী মিটিবার সম্ভাবনাও আদৌ থাকিবে না এবং সর্ব্বশেষে কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদী সরকারের চণ্ড-নীতির আক্রমন উগ্রতর হইয়া সমগ্র ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মধ্যের সংগ্রামী অগ্রগামী অংশকে একেবারে নির্মূল করিয়া দিতে দ্বিধা করিবে না।

দিনের পর দিন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে; সরকারী প্রচার কর্ত্তারাও এই কথাটি অস্বীকার করিতে সাহস পায় না। কিন্তু শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা মাহিনা বৃদ্ধির কথা বলিলেই নেতারা মুদ্রাস্ফীতির কথা তোলেন, সরকারী অর্থের অকুলানের অজুহাত দেখান, নেতাদের আদর্শ দেশ গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিথ্যা দোহাই পাড়িয়া শ্রমিকদিগকে যে কোন উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপদেশ দেন। আর শ্রমিক দেখে উৎপাদন বাড়িয়া চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মালিকের লাভ জ্যামিতিক হারেই উঠিতেছে, হার ফল স্বরূপ জিনিষ পত্রের দাম ক্রমশঃ আগুন হইয়া চড়িতেছে এবং শ্রমিকের দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটন নিত্যই বাড়িয়া চলিতেছে। সেরা পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও ভারতবর্ষের মত দুরবস্থা শ্রমিকের মাথার উপর নামিয়া আসে নাই। ইহার প্রমানও মিলিবে পন্যদ্রব্যের মূল্যসূচক বিবেচনা করিলে। ইংলণ্ডে ১৯৩৮ সালে পন্য দ্রব্যের মূলোর সূচক ছিল ১০৩, ১৯৪৭ সালে তাহা হয় ১৮৯; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ একই সময়ে ১০৩ হইতে ১৯৬ য়ে উঠে আর ভারতবর্ষের বেলায় ইহা ১৯৩৮ সালে ৯৬ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে হয় ৩৭৪ বর্ত্তমানে ৩৯৫। এই তথ্য পশ্চিম বাংলা সরকারের অর্থবিভাগের সেক্রেটারী দ্বারা পরিবেশিত। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা ইহা হইতে ভাল ত হইতেই পারে না বরং আরও শোচনীয় ও অন্ধকারময় হওয়াই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় যদি শ্রমিক ও নিম্নবেতনের কর্ম্মচারীরা আবেদন নিবেদন করিয়া মজুরী বাড়াইতে বিফল হইয়া ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে অন্যায় কিছুই নাই তাহা যে কোন যুক্তিবাদী সভ্যমন স্বীকার না করিয়া পারে না। ইহার বদলে কংগ্রেসী মন্ত্রী ও নেতারা ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদিগকেই সম্পূর্ণরূপে এবং একমাত্র দোষী বলিয়াই প্রচার চালাইতেছেন।

ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী কিদোয়াই ত পরিষ্কার বলিয়াদিয়াছেন ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণই নাই। মন্ত্রীত্ব টিকাইতে হইলে (মন্ত্রীরা সকলেই তাহাতে সমান সচেষ্ট) ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা তাঁহার বলিবার নাই তাহা, অবশ্য স্বীকার্য্য যেহেতু পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা রক্ষা করা তখন সেই রাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব বজায় রাখিতে হইলে শ্রমিকের পেটে ছুরী না মারিয়া উপায় নাই সুতরাং ডাক ও তার শ্রমিক ও কেরাণী ভাইদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে আবেদন নিবেদন করিয়া তাঁহাদের দাবী মিলিতে পারে না এবং তাহার দিনও শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আসিয়াছে সংগ্রামের দিন। পুঁজিবাদী সরকারকে তাঁহাদের দাবী মিটাইতে বাধ্য করিতে না পারিলে কিছুই জুটিবে না এবং সেই বাধ্য করাইবার জন্যই চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও তাহাতে জয়লাভ। এই সব কথা

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথা-প্রসঙ্গে

—: o :—

এমন অনেক জিনিষ আছে যাদের দেখতে ভদ্র বলে মনে হলেও আসলে তারা আদৌ ভদ্র ত নয়ই বরং বেশ একটু বেয়াড়া রকমের অসভ্যই বটে। জিনিষের বেলায় এটা যেমন খাঁটি ভাষার বেলায়ও তাই। এই ধরা যাক না কেন 'বিক্রয় কর' কথাটা। বেশ শান্ত শিষ্ট গোছের চেহারা যে এর তা বাইরে থেকে দেখলে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে যে, নামটা যখন বিক্রয় কর তখন যারা বিক্রেতা তারাই এ করটা দেয়, যারা ক্রেতা তাদের সঙ্গে বুঝি এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—ভেতর থেকে দেখলে—এটা হ'ল ক্রয় কর, ক্রেতাকেই করটি দিতে হয়। পশ্চিম বাংলা সরকার নতুন করে এই করটি কয়েকটি জিনিষের ওপর চাপিয়ে আমাদের করকমলে অর্পন অর্থাৎ মস্তকে নিক্ষেপ করতে উদগ্রীব হয়েছেন। কয়লা, সরষের তেল, দেশলাই, জ্বালানি কাঠ সবরকম মিল ও তাঁতের কাপড় প্রভৃতি ২০টি জিনিষের উপর নতুন করে টাকা প্রতি তিন পয়সা হারে কর ধার্য্য হবে। বাঁচার জন্য খাবার তৈরীর কাজে তেল কয়লা জোগাড় থেকে মরার পর পোড়াবার সময় জ্বালানি কাঠ পর্য্যন্ত সব সময়, জীবনে মরনে এই করস্পর্শ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যে সরকারের এ হেন কল্যান কর জনজীবনকে ঘিরে রেখেছে তাকে ধন্যবাদ না দিলে অকৃতজ্ঞতা হবে। সুতরাং রায় মন্ত্রীমণ্ডলী ও তাঁদের পোষ্য অর্থবিভাগের সেক্রেটারী বিনয়ের অবতার বিনয় দাসগুপ্তকে জয়ধ্বনি তুলে বলুন—হে মহাত্মাজীর শিষ্য, তোমাকে যে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের করব্যবস্থা দেখে আসার জন্য ৫০ হাজার টাকা খরচ করে পাঠান হয়েছিল বিদেশে তার উপযুক্ত জবাব তুমি দিয়েছ; ৭৫০৲ টাকা থেকে মাসিক বেতন ২৭৫০৲ টাকা হয়েছে এখন, দিন দিন আরও বাড়ুক। সাহেব পাট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৬ কোটী টাকার মত কর না নিয়ে তুমি যে গরীব বাঙ্গালীর দিকে দৃষ্টি দিয়েছ তা তোমার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতিরই প্রমান। তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য।

* * *

আচার্য্য কৃপালনী মন্ত্রীদের পেছনে ভীষণ ভাবে লেগেছেন বলতে হবে। মন্ত্রীরা ভদ্রলোক; যদি নিশ্চিন্তে বসে কিছু রোজগারই করেন তাতে কিছু বলা উচিত কি? নেতাদের গদিতে বসার পর থেকে চোরা কারবার বেড়ে চলেছে, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, প্রাদেশিকতা বেশ ভালভাবেই বাড়ছে। এতেও কিছু বলা ঠিক হবে না। কারন ক্ষমতা দখলের আগে পণ্ডিতজী না ভেবে বলে ফেলেছিলেন চোরা-কারবারীদের ফাঁসিতে লটকান হবে, পরে ভেবে দেখলেন এটা গান্ধীর নীতির বিরোধী। তাই প্রকৃত গান্ধীপন্থী হিসেবে তিনি প্রেম বিলিয়ে তাদের হৃদয় পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করছেন। আর স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি এমন কি দোষের। মন্ত্রীরা ত সামাজিক জীব, সমাজের সেবা করাই তাঁদের লক্ষ্য। সুতরাং এই বৃহত্তর ব্যাপারের কাজে পাকাপোক্ত হবার জন্যেই ত "Charity begins at home" এই ইংরাজী নীতিবাক্য অনুযায়ী বাড়ীর লোক, ভগ্নি, ভাগ্নি, ভাই, ছেলে প্রভৃতিকে চাকরী দেওয়া হচ্ছে। চাকরী দেবার হাতটা এইসব আত্মীয়দের ওপর দিয়ে পাকিয়ে নিলে পর দেখা যাবে পাকাহাতে মন্ত্রীরা দেশ শাসন করছেন। এসব কথা বুঝেও যখন কৃপালনীজী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁকেই মন্ত্রী করে দিয়ে মুখ বন্ধ করলেই হয়; মন্ত্রীদের সুখী পরিবারের শান্তিও অব্যাহত থাকে তাতে।

অনেকদিন আগে 'সিলভার এরো' ট্রেণ দেখাবার সময় নেতারা আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ দূর হ'ল বলে। বসার গদি হবে, ওপরে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরবে আর কালে সম্ভব হলে air conditioned করে দেওয়া হবে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোকে এত কথা শোনার পর রোমাঞ্চকলেবরে নেতাদের প্রশস্তি উচ্চারণ না করে পারিনি জনসাধারণ। তখন কি জানা ছিল যে 'সিলভার এরো' নেতাদের হাতে পড়ে আমাদের বুকে এরো অর্থাৎ তীর বেঁধাবে আর আমাদের পকেটের সিলভার বের করে নেবে। জানা থাকলে একটু সমঝে অন্ততঃ আনন্দটা হত। গত ১লা জানুয়ারী থেকে রেলে নতুন করে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। মধ্যম শ্রেণী তুলে দিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীরকামরাই শুধু রাখা হয়েছে। নেতাদের শাসনের দাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই যখন যায় যায় তখন শুধু ট্রেণের মধ্যম শ্রেণী উঠে গেলে বলার অন্ততঃ কিছু ছিল না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবস্থাও হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া আগে যেমন ছিল এখনও তাই রইল অথচ প্রথম শ্রেণীর ভাড়া মাইল প্রতি ৩০ পাই থেকে কমিয়ে ২৪ পাই করা হয়েছে। একেই বলে বরাত। রেলব্যবস্থার সংস্কারের কল্যাণে মধ্যম শ্রেণী উঠে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আগে যে ভীড় সহ্য করতে হত তার চেয়ে বেশি ভিড় সইতে হবে এখন। দুর্ভোগ বাড়ল ভাড়াও কমল না তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ সমাজের নীচের তলার লোকেদের বেলায় অথচ ওপরের তলার বেলায় ভাড়াত কমলই উপরন্তু air conditioned করার ব্যবস্থাও হয়েছে। সরকারের কাছে এর জবাব চাইলে প্রচার বিভাগ থেকে বলা হবে পাছে তৃতীয় শ্রেণীর সুখ সুবিধা বাড়িয়ে দিলে জনসাধারণ আরাম প্রিয় হয়ে পড়ে সেই জন্যই কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে গিয়ে শক্ত সমর্থ করে গড়ে তোলা হচ্ছে আর ধনিদের ইহকাল ঝরঝরে করে দেওয়া হচ্ছে। এ হল গান্ধীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে গোড়া থেকে তৈরী করে তোলা।

জাতীয় স্বাধীকার সম্পর্কে লেনিন ও স্তালিন।

[সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলি হইতে প্রত্যহই প্রচার চলিতেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিভিন্ন দেশগুলিকে নিজের শাসনে আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আমেরিকার ওয়াল ষ্ট্রীট মহলের এই সোভিয়েট বিরোধী কুৎসা প্রচারের সহিত সমান তালে পা চালাইয়া চলিয়াছে ভারতবর্ষের তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি। ইহাদের মতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এক নূতন শৃঙ্খল জগতকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইল লাল সাম্রাজ্যবাদ। যাঁহাদের সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে কণামাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় জোর করিয়া শাসনের স্থান নাই, জাতীয় সমস্যার কি সুষ্ঠু সমাধান সেখানে হইয়াছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার নামে কি বিভৎস শোষণ ও শাসন চালায় তাহার প্রমান আমরা, ভারতবাসীরা, ভালভাবেই জানি। কমরেড স্তাইনবের্গ নিম্নোক্ত প্রবন্ধে কি ভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন 'জাতীয়' স্বাধিকার, প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে আন্তর্জাতীকতার ভিত্তিতে তাহা এবং জাতীয়তার নামে পুঁজিবাদী দেশগুলি কি নির্লজ্জভাবে শোষণ করিয়া চলিয়াছে তাহাই দেখাইয়াছেন—

সম্পাদক,—গণদাবী]

বিশ্বজোড়া জাতীয়তার দ্বন্দ্বের (national antagonism) মধ্য দিয়া বিংশ শতাব্দীর জন্ম। মধ্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপের বুর্জোয়া ও জমিদার শাসকগোষ্ঠী পরাধীন জাতিগুলিকে হিংস্রভাবে নিপীড়ন করিত, বিপ্লবী আন্দোলনের পথ হইতে তাহাদের ভ্রষ্ট করিবার জন্য তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া বিরোধ বাধাইয়া দিত সংকীর্ণ জাতীয়তার অস্ত্রের সাহায্যে। এশিয়া, ওশিয়ানিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বাদীরা অত্যাচার ও শোষণকে চরম সীমায় লইয়া গেল। সেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সৃষ্টি। জাতীয় সমস্যা এইভাবে অসাধারণ রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন হইয়া উঠিল।

সেই সময়ে (১৯০৭-১৪) জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে লেনিন কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন এবং স্তালিন তাঁহার "মার্কসবাদ ও জাতীয় সমস্যা" রচনা করেন। সেই আলোচনায় তাঁহারা দুইজনে সকলপ্রকার সুবিধাবাদের মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং প্রকৃত গনতান্ত্রিকনীতির ব্যাখ্যা করেন। ঐ নীতি হইল "প্রত্যেক জাতির স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার ও স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া।" সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছামত স্বতন্ত্র ভাবে মাতৃভূমিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার অধিকার প্রত্যেক জাতির প্রাপ্য।

পুঁজিবাদী দেশগুলির দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যবাসী "সভ্য" প্রভুজাতিগুলির জন্য সুবিধাবাদী নানাপ্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় লন। এশিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদির অগণিত "কৃষ্ণকায়" অধিবাসিদের "নিকৃষ্টজাতি" নাম দিয়া তাহাদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনা হইল না।

"কৃষ্ণকায়" জাতিদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এই ভণ্ড সমাজতন্ত্রীরা প্রান ভরিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্বকে "সভ্যতা-বিস্তার" নাম দিয়া উহারা প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করিতে লাগিল। ষ্টাটগার্ট সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে ১৯০৭ সালে লেনিন সুবিধাবাদীদের আক্রমন করিয়া বলিলেন "বুর্জোয়া শ্রেণী আসলে অতুলনীয় অত্যাচারের পথে নেভিটদের গোলাম বানাইতেছে, মদ ও সিফিলিস ছড়াইয়া তাহাদের 'সভ্য' করিতেছে। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া এবং জানিয়াও সমাজতন্ত্রীরা এই ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রকারান্তরে মানিয়া লইতেছে অর্থাৎ বুর্জোয়া মতবাদকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। এইভাবে সর্বহারা শ্রেণীকে বুর্জোয়া আদর্শের, বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের গোলাম বানান হইতেছে।

লেনিন ও স্তালিন সবকিছু নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার মানিয়া লইয়াছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

"লেনিনবাদের ভিত্তি" সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্তালিন বলেন :—"লেনিনবাদ এই শোচনীয় অসাম্যের নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, সাদা ও কালার মধ্যে, ইউরোপীয় ও এশিয়ার মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের 'সভ্য' ও 'অসভ্য' গোলামের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জাতীয় প্রশ্নের সহিত ঔপনিবেশিক প্রশ্নের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়াছে।"

প্রথম মহাযুদ্ধের এবং বিশেষ করিয়া অক্টোবর বিপ্লবের পরে ইউরোপ ও আমেরিকার বুর্জোয়া পার্টি গুলি ও তাহাদের সমাজতন্ত্রী চেলারা সাম্রাজ্যবাদী আত্মসাৎনীতির উপর গণতন্ত্রের ছদ্মবেশ পরাইবার চেষ্টা করে। উইলসনের ১৪টি সর্ত্তের মধ্যে "জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার" কথা বলা হইল, ভার্সাই চুক্তিওয়ালারাও কপচাইতে লাগিল যে জাতি সংঘের ভিত্তি হইল উহাই। কিন্তু বুর্জোয়ার 'জাতীয় স্বাত্বিকার প্রতিষ্ঠার, কায়দার ফলে দেখা গেল যে নবগঠিত পোলাণ্ড, যুগোশ্লোভিয়া, চেকোশ্লোভকিয়া

ডাঃ ই, এল, স্তাইনবের্গ

ইত্যাদি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সবদিক দিয়াই তাঁবেদার হইয়া পড়িল। জার্মানীর ও তুরস্কের ভূতপূর্ব অস্বিকৃত অঞ্চল গুলিকে সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, মধ্যআফ্রিকা ইত্যাদি) 'ম্যাণ্ডেট' নাম দিয়া পুরাতন কায়দায় শাসন করা হইতে লাগিল। জাতিসংঘ জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে সর্বক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের আক্রমনাত্মক নীতির সমর্থন করিতে লাগিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের আফগানিস্তান, ইরাণ, চীন ও মিশরে আক্রমনাত্মক অভিযান, মরক্কোতে ফরাসী সমরদানবদের অত্যাচার, জাপানের মানচুরিয়া আক্রমন, ইতালীর এলবেনিয়া ও আবিসিনিয়া আক্রমন, হিটলারের অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভেকিয়া দখল, সমস্ত ব্যাপারেই জাতিসংঘ মর্যাদার শেষ লেশটুকুও খোয়াইয়া বসিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্র জাতীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না।

একমাত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নে লেনিন ও স্তালিনের প্রদর্শিত পথে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। অক্টোবর বিপ্লব দিবসে সোবিয়েৎ সরকারের লেনিন লিখিত শান্তিবাণী ঘোষিত হইল :—"কোন একটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও একটি জাতি যদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে না চায় তাহা হইলে সংবাদপত্রে হউক, জনসভায় হউক, দলীয় সিদ্ধান্তে হউক, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের পথেই হউক সেই ইচ্ছা যদি প্রকাশিত হয় তাহা হইলে এবং তাহা সত্ত্বেও যদি সেই জাতিকে সমস্ত দখলকারী সৈন্য অপসারণের পর অবধি গণভোটের দ্বারা, মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ না দিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে সেই রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না।" ইহাই হইল জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মূল কথা।

সোবিয়েৎ সরকার অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে পোলাণ্ড ও ফিনলাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ভূতপূর্ব্ব রুশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি জাতিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পটভূমিকায় জাতীয় প্রশ্নের সারাংশ নবরূপ পরিগ্রহ করিল। লেনিন ও স্তালিনের মতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দেওয়ার অর্থ স্বাতন্ত্র্যবৃত্তি বা জাতীয়তাকে উৎসাহ দেওয়া নয়। তাঁহারা বলিলেন যে ঐতিহাসিক প্রগতি জাতিসমূহের ঘনিষ্ট ঐক্যই কামনা করে, কিন্তু এই ঐক্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ভাবে সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ১৯১৬ সালে লেনিন লেখেন :— "মঙ্গোল, পার্শী, মিশরী ইত্যাদি নিপীড়িত ভোটাধিকার বঞ্চিত জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার চাহিতেছি আমরা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী বলিয়া নয়, আমরা বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক ঐক্যের পক্ষপাতী বলিয়াই চাহিতেছি।"

অক্টোবর বিপ্লবের গর্ভে যখন পৃথিবীর প্রথম কিষাণ মজুর রাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, রুশিয়ার জাতি সমূহের স্বার্থ রক্ষা তখন মোটেই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল ঘনিষ্টতম ঐক্যের মধ্যে। সেই জন্যই তাহারা সেই পথই বাছিয়া লইল। প্রত্যেক জাতি নিজেদের সোবিয়েৎ প্রজারাষ্ট্র স্থাপন করিয়া সকলে মিলিয়া সোবিয়েৎ যৌথরাষ্ট্র গঠন করিল। স্তালিন শাসনতন্ত্রে

(৭ম পৃঃ দেখুন)

সংগ্রামের পথে ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নূতন নয় বলিয়া মনে হইতে পারে। নূতন যে নয় তাহা খুবই সত্য কিন্তু তথাপি ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন ও গুরুত্ব রহিয়াছে যথেষ্ট। ডাক ও তার বিভাগের দুইটি প্রধান ইউনিয়ন—ইউনিয়ন অফ্ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স (ইউ, পি, টি, ডাব্লিউ) এর ২৭০০০ ও অল ইণ্ডিয়া পোষ্টমেন এণ্ড লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ইউনিয়ন (পি, এল, জি, এস, ইউ) এর আর, এম, এস, সহ ২৮০০০ সভ্যের ষ্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। অধিকাংশ শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটের পক্ষে ভোট দিলেও কিছু সংখ্যক দেন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মঘটের পক্ষে মত দেন নাই তাঁহাদিগকে অস্থিরচিত্ততা কাটাইয়া অধিক সংখ্যক শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর সহিত সংগ্রামের পথে নামিয়া আসিতে হইবে। কেন না ধর্ম্মঘটের পক্ষে ভোট না দিবার কারণ—হয় এখনও বিশ্বাস রাখা কংগ্রেসী সরকার তাঁহাদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া লইবে, নয় ভাবা এখনও ধর্ম্মঘটের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই—এই দুইটি ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে না। প্রথমোক্ত দলে সামান্য লোকই পড়েন, কারণ কংগ্রেসী সরকার যে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে রাজ্য শাসন চালাইতেছে তাহা সকলেই এমন কি নৈষ্ঠিক গান্ধীপন্থী আচার্য্য কৃপালনী ও পট্টভী সীতারামিয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। আর পুঁজিবাদী-রাষ্ট্রব্যবস্থায় দরিদ্র শ্রমিক ও কেরাণীর দুঃখের যে স্থায়ী প্রতিকার হইতে পারে না ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য। সুতরাং কংগ্রেসী সরকারের মুখ চাহিয়া কাঁদুনী গাহিয়া গেলে যে নেতারা ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর দুঃখ দূর করিয়া দিবেন এইরূপ আশা করা বাতুলতারই নামান্তর। দ্বিতীয় দলের অনেকেই বলেন—ধর্ম্মঘট যদি করিতেই হয় করিলেই হইবে তাহার জন্য তাড়া কেন। ভুলিলে চলিবে না ধর্ম্মঘট হইল মালিকের সহিত শ্রমিকের যুদ্ধ। এক্ষেত্রে মালিক আবার ভারত সরকার। সুতরাং এই সংঘর্ষ যে খুব অল্পকাল স্থায়ী বা সহজ লড়াই হইবে না তাহা অবধারিত। দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি দরকার; তাহার জন্য সময়ের প্রয়োজন সন্দেহ নাই কিন্তু আন্দোলনে সফলতা বিফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে আন্দোলন আরম্ভের সঠিক সময় নিরূপনের উপর, প্রস্তুতি ইহার উপরই দ্রুত গতিতে আগাইয়া যায়। মালিক পক্ষকে এমন সময় আঘাত হানিতে হইবে যখন সে থাকিবে ব্যস্ত নানা চাপে, তাহার দুর্ব্বলতম অবস্থায়। সেই সুযোগ আসিতেছে। সারা ভারতবর্ষে রেল শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের সংগ্রামের সময়কেই ডাক ও তার শ্রমিক কর্ম্মচারীর সংগ্রামের সময় করিতে হইবে। পুঁজিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ তীব্র ভারতব্যাপী সংগ্রামই দাবী আদায়ের উপযুক্ত সময়। ইহা হইল সংগ্রামের কৌশল; দুঃসময়ে ভারতীয় সরকারকে ব্যাতিব্যস্ত করা অন্যায়—এই ধরণের নীতিবাগীশ মূর্খতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দাবী স্বীকৃত হইবে ইহা চাহিলে সংগ্রামের কৌশলে ভুল করিলে চলিবে না—এই কথাটি মনে রাখার আবশ্যকতা আছে।

যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রচার চাই জনসমর্থনকে ধর্ম্মঘটের পিছনে টানিয়া আনিবার জন্য। নেতারা ইতিমধ্যেই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাঁহাদের অধীনে বিরাট প্রচার যন্ত্রকে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী-দের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছেন। সত্যাশ্রয়ী নাকি কংগ্রেসী মন্ত্রীরা; অথচ কিদোয়াই সাহেব বলিয়াছেন ডাক ও তার বিভাগের সমস্ত দাবীই প্রায় স্বীকৃত হইয়াছে। দেখা যাক কথাটি কতদূর সত্য। সম্প্রতি ভারত সরকার তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা ১০৲ টাকা বাড়াইতে মনস্থ করিয়াছে। এই দশ টাকাই কি সমস্ত দাবী? ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর দাবী হইতেছে — ১) মাগ্‌গী ভাতা ৬০৲ টাকা করিতে হইবে। ২) অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের স্থায়ী করিতে হইবে, ৩) পে কমিশনের রায়ে যে সমস্ত বিভ্রান্তির জন্য শ্রমিকরা ভুগিতে বাধ্য হইতেছে তাহা দূর করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে, ৪) বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করিতে হইবে, ৫) ১৯৪৬ সালের ধর্ম্মঘটের দিনগুলির বেতন দিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা কম দাবী আর কিছু হইতে পারে না। দাবীগুলিকে একে একে বিচার করিলে তাহার প্রমাণ মিলিবে। প্রথমে মাগগী ভাতার কথাই ধরা যাক। বৃটীশ শাসনকালে যে পে কমিশন বসিয়াছিল তাহাই যাঁহাদের মূলবেতন ৫০৲ টাকার নীচে তাঁহাদের জন্য মাগগী ভাতা ২৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। জীবনধারণের সূচক সংখ্যা তখন ছিল ২৬০। পে কমিশনের রায়ে ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল যে প্রতি ছয় মাস অন্তর এই সূচক সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া প্রতি ২০ পয়েন্ট বৃদ্ধির জন্য ৫৲ টাকা করিয়া মাগগীভাতা বাড়ান হইবে। বর্ত্তমানে সূচক সংখ্যা ৩৯৫। সুতরাং রায় অনুযায়ী এখন মাগগীভাতা ৬০৲ টাকা হওয়া উচিত। ডাক ও তার শ্রমিক কর্ম্মচারীরা তাহাই চাহিতেছেন। যে দিন হইতে দ্রব্য মূল্য যেভাবে বাড়িয়াছে সেই দিন হইতেই সেইভাবে বর্দ্ধিত হারে মাগগীভাতা দিতে হইবে ইহা শ্রমিকের দাবী। ইহাও অন্যায় নয় এবং পে-কমিশন স্বীকৃত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পে কমিশন যদি এই কথা স্বীকার করিয়া থাকে তাহা হইলে যে কংগ্রেসী সরকার নিজেকে জনপ্রিয় লোকায়ত্ব ও জাতীয় বলিয়া দাবী করে তাহার ইহাতে আপত্তি করা সাজে কিনা তাহা জন-সাধারণকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে আর যদি তাহারা তাহা মানিতে রাজী না থাকে তাহা হইলে প্রমান হয় সাম্রাজ্যবাদী সরকার শোষণ করিয়াও যতটুকু শ্রমিককে দিতে রাজী ছিল কংগ্রেসী সরকার জাতীয় সরকার বলিয়া দাবী করিয়াও ততটুকু দিতে রাজী নয়। ইহার পর অস্থায়ী কর্ম্মচারীকে স্থায়ী করিবার দাবী। এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা ৮।১০ বৎসর চাকুরী করিয়াও স্থায়ী হইতে পারেন নাই। এইভাবে একটি "কনটিনজেণ্ট" শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া শ্রমিক ও কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের বহু ন্যায্য সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে। চতুর্থ দাবীর গুরুত্ব যথেষ্ট। ডাক ও তার বিভাগে শ্রমিক ও কর্ম্মীদের কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি রিপোর্ট পেশ করিলেও সরকার তাহা প্রকাশ করে নাই আজও। লক্ষ্য করার বিষয় অন্যান্য সরকারী বিভাগে দৈনিক ৬ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয় আর ডাক ও তার বিভাগে তাহা দৈনিক ৮ ঘণ্টা। অন্যান্য সরকারী বিভাগে যেখানে ১০৩ দিন ছুটী মিলে ডাক ও তার বিভাগে সেখানে ৩১ দিন; আর, এম, এস বিভাগে তাহারও কম,—২৬ দিন মাত্র। সর্ব্বশেষ দাবী, ১৯৪৬ সালে ডাক ও তার শ্রমিক কর্ম্মচারীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সেই সময়ে সারা ভারতবর্ষে অদ্ভুত উদ্দীপনা জোগাইয়াছিল, এই ধরণের আন্দোলনের দৌলতে নেতারা আজ ক্ষমতার আসনে। তথাপি আড়াই বৎসরের মধ্যে তথাকথিত জাতীয় সরকারের ফুরসুৎই হইল না ধর্ম্মঘটের সময়ের মাহিনা ডাক ও তার শ্রমিক কর্ম্মচারীকে দিতে। জন-সাধারণকে এই দাবী গুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মঘটের পিছনে আনিবার জন্য জোর প্রচার চালাইতে হইবে।

সর্ব্বশেষে ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ভাইদের সর্ব প্রধান দায়িত্ব হইল তাঁহাদের নিজেদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকা। ১৯৪৬ সালের ধর্ম্মঘট এই সংস্কারপন্থী সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ব্যর্থ হইয়াছিল। নিশ্চয়ই ডাক ও তার শ্রমিক কর্ম্মচারী ভাইদের মনে আছে ২৫ দিন ধর্ম্মঘট চলিবার পর এবং ২২ শে জুলাই বোম্বাইয়ে ও ২৯ শে জুলাই কলিকাতায় সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর ডাক ও তার শ্রমিকের সমর্থনে আগাইয়া আসিবার পর যখন ধর্ম্মঘটের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ পর্য্যন্ত ছিল না তখন পি, এল জি, এস, ইউ এর নেতা দালভী হঠাৎ ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। কেন এই প্রত্যাহার তখন তাহা বুঝা যায় নাই কিন্তু তাহার পর যখন তিনি সরকার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে "মরাল রিআর্মামেণ্ট" অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যাত্রা করিলেন তখন বুঝা গেল ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের গূঢ় কারণ। এ হেন সুবিধাবাদী নেতার হাতে আজিও নেতৃত্ব রহিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত সহযোগিতা করিতেছে জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রীরা। সুতরাং যে কোন সময় ধর্ম্মঘট চলাকালীন অবস্থায় বিশ্বাস-ঘাতকতার রূপে আঘাত ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর উপর আসিয়া পড়িতে পারে। এখন হইতে ইহার বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করিতে না পারিলে সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার সময় তাহাকে সরাইয়া দিয়া সবল সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। ধর্ম্মঘটের বাহিরের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব এখন হইতেই লইতে হইবে ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর।

—০—

ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্রব্যুরোর আহ্বান

ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী শক্তিই ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের নির্ম্মম অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিতে পারে

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র ব্যুরোর তরফ হইতে কমরেড সুকোমল দাসগুপ্ত নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন—

কলিকাতার রাজপথে কিছু দিন আগে নির্ব্বিচারে যে হত্যালীলা ঘটিয়া গেল তাহা যে কোন সভ্য দেশে ঘটিতে পারে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। নিরীহ ছাত্র ও জনসাধারণের উপর বিনা কারনে গুলিবর্ষণ শুধুমাত্র যে সভ্যতার বিকৃতি তাহা নয়, ইহা হিংস্র পাশবিক বর্ব্বরতার পরিচায়ক। বাস্তহারাদের উপর গুলিবর্ষণ করিয়া বিধান মন্ত্রীমণ্ডলী গৃহহীন, সর্বহারা বাস্তহারাদের দুঃখকষ্টের প্রতিবিধানের কর্ত্তব্য শেষ করিলেন কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের জিঘাংসা পূর্ণমাত্রায় মিটিলনা বলিয়া অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তি লাভ করিল বার বৎসর বয়স্ক কিশোর তাপস ও অন্যান্যের তাজা রক্তে।

যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহা যে কোন সাধারণ সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থন করিতে না পারিলেও ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কেন না যে সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত জনগণের একটি মাত্র সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই এমন কি তাহাদের দুঃখকষ্টের এককণামাত্র লাঘব রিতেই চেষ্টা করে নাই সেই সরকারের উপর জনতার আস্থা থাকিতে পারে না—এই কথা কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলীর জানা আছে বলিয়াই তাঁহারাও জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না। ফলে সরকারী প্রচারের নামে অপপ্রচারেও যখন জনমনকে বিপথে পরিচালিত ও জনমতকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হইয়া উঠে না এবং জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন সমস্যার প্রতিকার সরকারের নিকট দাবী করিয়া বসে তখন প্রয়োজনমত কিছু গোলাগুলি, লাঠি, গ্যাসের প্রয়োগই হইয়া উঠে সমস্যা সমাধানের একমাত্র দাওয়াই। ইহা যে কোন ফ্যাসিবাদী সরকারের শাসননীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

বাস্তহারাদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদ ছাত্রদের করিতে দেখিয়া পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় অবাক হইয়া গেলেন এই ভাবিয়া যে বাস্তহারা সমস্যার সাথে রাজনীতির কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এই কথা ভাবিবার সময় তিনি নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন বিশেষ একটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে চালিত রাজনৈতিক চালের ফলই হইল—বাস্তহারা সমস্যা। ভুলিলে চলিবে না নেতাদের যে আপোষনীতি ও দেশদ্রোহিতার জন্য ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইল ও যাহার ফল হিসাবেই বাস্তহারা সমস্যার উদ্ভব তাহাতে জনতার কল্যান কিছু আসে নাই, যাহা আসিয়াছে তাহা দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ ও সুবিধা সামাজ্যবাদের সহযোগিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে আন্দোলনের যে জোয়ার আসে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব ও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব নিজেদের পুঁজিবাদী শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করিবার জন্যই জনতাকে তাহাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া একদিকে জনগণের বিপ্লবী ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিল অন্যদিকে স্বাধীনতার কথা বলিয়া জনসাধারণের বিভ্রান্তিতে আরও ইন্ধন যুগাইবার সুযোগ পাইল। সুতরাং এহেন সমস্যার সহিত রাজনীতির সম্পর্ক গভীর ভাবেই থাকিতে বাধ্য।

গুলির সাহায্যে বাস্তহারাদের ক্ষনিক স্তব্ধ করিলেই তাহাদের সমস্যার সমাধান হইল না। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইহার সমাধানও নাই; এই ঘুনেধরা অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া মেহনতী জনসাধারণের রাষ্ট্র গড়িতে না পারিলে প্রতিকার নাই। অথচ প্রতিকারের আশায়ই বাস্তহারারা সমবেত হইয়াছিল, মিছিল করিয়াছিল ও গুলি খাইয়া সমাধানের পথ সম্বন্ধে সচেতন হইল। সেদিন ও তাহার পর কয়দিন কংগ্রেসী সরকারের গুলির বিরুদ্ধে জনমনের যে সংগ্রামী অভিব্যক্তির পরিচয় মিলিয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই ঘটনাকে ও জনতার বিক্ষোভকে যে ভাবে পরিচালিত করা উচিত ছিল উহা ঠিক সেভাবে হয় নাই। সরকারের এই সব নিষ্পেষণ জনসাধারণের সম্মুখে সরকারের আসল রূপ ও চরিত্র প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের মোহমুক্তি ঘটায়। এই সকল ঘটনার মারফৎই তাহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়িয়া উঠে। সুতরাং এখনও যখন দেশের আদর্শগত নেতৃত্ব রহিয়াছে ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর হাতে তখন এই সব ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া তীব্র আদর্শগত আন্দোলন গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার বদলে যদি এই বিক্ষোভকে এখনই চূড়ান্ত সংগ্রামমুখী করিয়া তোলা হয় তাহা হইলে তাহা বিপ্লবী পথ ধরে না, বিকৃত রূপ লইয়া adventurist পথ ধরে।

ঢিল বা হাতবোমা মারিয়া নিশ্চয়ই জনসাধারনের রাজনৈতিক বিপ্লবী সচেতনতা গড়িয়া তোলা যায় না তাহার জন্য ধৈর্য্য সহকারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এইকাজ করিবার জন্যই দলের প্রয়োজন। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য জনসাধারণ অনেক সময় স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এই সব সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। দলের কাজ হইল জনসাধারণের সেই বিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনকে বিপ্লবী নেতৃত্বের অধীনে টানিয়া আনিয়া বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজে লাগান। তাহা না করিয়া জনতার আন্দোলনের পিছন পিছন চলার নাম নেতৃত্ব দেওয়া নয়। দল হইল জনতার অগ্রগামী অংশ, জনতার নেতৃত্ব তাহাকেই দিতে হইবে। গণআন্দোলনের লেজুর হিসাবে চলিলে চলিবে না। যদি আন্দোলন সঠিক সময়ে আরম্ভ না হয় বা তাহার কোন ভুলত্রুটীর জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে জনতাকে সঠিক পথে টানিয়া আনিতে হইবে প্রয়োজন হইলে আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াই। এই দিকে ভুল ছাত্র আন্দোলনে হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার যে ছাত্র আন্দোলনে পরিচিত কিছু প্রতিক্রিয়াশীল দল আন্দোলনের এই ভুলত্রুটীকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছাত্রসমাজকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখা। এই ধরণের জটিল অবস্থায় ছাত্রদের এইসব বিশ্বাসঘাতক দালাল প্রতিষ্ঠান সমূহের মুখোস খুলিয়া ধরিতে হইবে একদিকে, অন্যদিকে ভুল পথে পরিচালিত নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে সংঘবদ্ধ সঠিক নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্রব্যুরো বিপ্লবী ছাত্রসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধারণ কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রামের মারফৎ নির্ভুল নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার কর্ত্তব্য তুলিয়া লইতে আহ্বান জানাইতেছে।

—০—

কাশীপুর ডকে লক-আউটের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট ঘোষণা

গত ৪ঠা জানুয়ারী কাশীপুর ডকের শ্রমিকরা ম্যানেজারের নিকট তাহাদের দাবীর কথা বলিতে গেলে তিনি তাহাদের কথা শোনার পরিবর্ত্তে পুলিশ ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেন এবং কারখানা তালা বন্ধ করিয়া দিয়া বে আইনী লকআউট ঘোষণা করেন। প্রথমতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে গত ছয় মাস ধরিয়া শ্রমিকরা তাহাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া লইয়া বিভিন্ন ভাবে আপোষ আলোচনার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। লেবার কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই। ফলে শ্রমিকগণ লক আউটের চ্যালেঞ্জে ধর্ম্মঘট ঘোষনা করিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ দাবী না মানিলে কোন প্রকার আপোষ সম্ভব নয় বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই কারখানার শ্রমিকরা এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও মাত্র ২৫৲ টাকা বেতন ও ঘরভাড়া বাবদ ২৲ টাকা পায়। শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া তাহাদিগকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিয়া ধর্ম্মঘট সফল করিতে ইষ্টবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

হাওড়া যুব সংঘ গঠিত

গত ২৩শে জানুয়ারী হাওড়া ৬ নং পল্লীতে (শিবপুর) এস, ইউ, সির কর্ম্মী কমরেড বগলা চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে স্থানীয় যুবকদের একটি সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন—তুলসীদাস মজুমদার। সভাপতি প্রথমই নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং যুবকদের একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান। ছাত্র-কর্ম্মী বৈদ্যনাথ চৌধুরী, ফণীন্দ্রভূষণ দুবে ও আরও অনেকে সভায় বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে কমরেড বগলা চক্রবর্ত্তী যুবসংঘ গড়িবার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া যুবসংঘের কার্য্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—গোপালচন্দ্র ভদ্র সহসভাপতি—গোবিন্দচন্দ্র দাস ও কালাচাঁদ দে, সুপাদক—রমেশচন্দ্র দে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—অমরচাঁদ দে, হৃষিকেশ দে, বগলা চক্রবর্ত্তী ও লোকনাথ দে,পাঠাগার ও পত্রিকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মী—ভবেশচন্দ্র দে।

কংগ্রেসী রাজত্বে রাম-রাজ্যের নমুনা

- মাদক দ্রব্য বর্জনের বদলে জনসাধারণকে বিষ মাদক দ্রব্য গ্রহণে প্ররোচনা
- পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আবেদনকারীদের দাবী অগ্রাহ্য করে তিন জন মন্ত্রীপুত্রকে মোটা মাহিনায় নিয়োগ
- হরিজন বালিকাকে ধর্ষণকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত না করে বাঁচাবার অপচেষ্টা
- মিথ্যা খরচ দেখিয়ে প্রিয়পাত্রকে মাসিক ৪৫০৲ টাকা মাহিনার ব্যবস্থা

ভারতীয় রাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের নিজস্ব প্রদেশ বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থার এক কলঙ্কময় দলীল জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে "ব্লিৎস" পত্রিকা মারফৎ। কোন সভ্য দেশে যে এ ধরণের কেচ্ছা চলতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। তবে ঘটনায় প্রমানিত হচ্ছে কল্পনায় না আনতে পারলেও নৈষ্ঠিক গান্ধীপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের আমলে বাস্তবে তা অনুষ্ঠিত হতে কোন বাধা নেই।

বোম্বাই সরকারের আবগারী বিভাগ যে কিরকম সুশাসনে পরিচালিত হচ্ছে তার প্রমান পাওয়া যাবে নাসিকের সরকারী তত্ত্বাবধানে চালিত মদ চোলাই কারখানার ব্যাপার থেকে। নেতারা তারস্বরে গান্ধীজীর দোহাই পেড়ে মাদক দ্রব্য বর্জন ও জনসাধারণকে এই সামাজিক ব্যধি থেকে মুক্ত করার কথা বলে আসছেন একদিকে অন্যদিকে তাঁদেরই তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত হচ্ছে নাসিকের চোলাই কারখানা। যেখানে যুদ্ধের আগে এর প্রতি বোতল মদের দাম ছিল ১৲ টাকা আজ তাকে করা হয়েছে ১০৲ টাকা। এর উপর নিশ্চিৎ ভাবে পরিক্ষায় প্রমানিত হয়েছে নাসিকের কারখানার মদে এই রকম গুণ আছে যাতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও কংগ্রেসী নেতারা সেই জাতীয় মদকে দামী বিলাতী মদ "হুইস্কি" বা "ব্র্যাণ্ডি" প্রভৃতি মিথ্যা নাম দিয়ে বাজারে চালাচ্ছেন। ব্র্যাণ্ডি আঙুরের রস এবং হুইস্কি মল্ট ও বার্লি থেকে উৎপন্ন হয়। নাসিকের মদ গুড় ও মহুয়া থেকে তৈরী হয় এবং ইংরাজীতে ঐজাতীয় মদের নাম "রাম"। অথচ পাছে "রাম" নাম দিলে কম দামে বিক্রি হয় এই জন্যে বোম্বাই সরকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেশী দামে জনসাধারণকে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতিকারক বিষ মদ পানে প্ররোচিত করছেন। এই হল কংগ্রেসী সততা ও মাদক দ্রব্য বর্জন পরিকল্পনা।

আশ্রিতবৎসলতা এখন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। খাতিরের লোক বা তাদের পরিজনবর্গকে মোটা মাহিনায় সরকারী চাকুরী দেওয়া ত নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখানেও তা পুরাদমে চলছে। সাধারনতঃ উঁচু সরকারী পদে নিযুক্ত হবার আগে একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হয় এবং তাতে সাফল্য লাভ যারা করে তাদের মধ্য থেকেই স্থানানুসারে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এখন বিষয় বোম্বাই সরকারের আবগারী বিভাগের বেলায় খাটান হয়নি। তিন জন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর পুত্রদের কোন পরীক্ষা না নিয়েই সরাসরি সুপারিণ্টেনডেণ্ট হিসেবে বহাল করা হয়। তার পর যখন তাঁরা অন্যান্য আবেদনকারীর সঙ্গে পরীক্ষা দিলেন তখন দেখা গেল তাঁরা পরীক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করা দূরে থাকুক কৃতকার্য্যই হতে পারেন নি। তবুও তাঁদের রাখা হয়েছে উপরোক্ত সুপারিণ্টেডেণ্ট হিসেবে অথচ যাঁরা পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেছেন কিন্তু কোন কংগ্রেসী মাতব্বর পাননি তাঁদের সাহায্য করার কাজে, তাঁরা হয় আজও চাকুরী পান নি কিংবা মন্ত্রীপুত্রদের অধীনে চাকুরী করছেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় নারীধর্ষণকারীকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার হীন ষড়যন্ত্র। মিষ্টার এইচ, জি, ম্যাকলিন বলে এক আবগারী ইন্‌স পেক্টর এক হরিজন বালিকার উপর বলাৎকার করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। সরকারী নিয়ম অনুসারে তাকে চাকরীতে বহাল রাখা চলে না। বরখাস্ত না করলেও বিচারকালে সাসপেণ্ড সবক্ষেত্রেই করা হয় অথচ তা হওয়া দূরে থাকুক যে সব কাগজপত্র এর দোষ প্রমান করে, সেই সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় সরকার।

সর্ব্বশেষে রায় সাহেব গুলাভাই দেশাই বলে এক ভদ্রলোক আবগারি বিভাগে ৩৭ বছর চাকুরী করার পর যখন সরকারী নিয়মানুসারে অবসর নিতে বাধ্য হলেন তখন তাঁকে নোতুন করে বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হল। সুবিধা জনক কোন পদ না পাওয়ায় তাঁর জন্যে একটি নোতুন পদ সৃষ্টি করা হল। পদটি হল Excise Training College এর অধ্যক্ষের পদ। মাসে মাসে তাঁকে ৪৫০৲ টাকা করে মাহিনা দেওয়া হতে লাগল অথচ Excise Training College বলে কোন কলেজই আদপে বাস্তবে নেই এবং ছিল ও না। অবশেষে যখন জনসাধারণের মধ্যে এ কথাটা জানা জানি হয়ে গেল এবং জনসাধারণ রায় সাহেবের পদত্যাগ দাবী করল তখন বাধ্য হয়ে সরকার রায়সাহেবের নিয়োগটি স্থগিত রাখলেন। কিন্তু তবুও দেশাই সাহেবের চাকুরী গেল না তাঁকে আবগারী কমিশনার শ্রীযুক্ত ভালসালির বিশেষ ব্যক্তিগত সহকারী (Extra personal Assistant) নিযুক্ত করা হল।

এই প্রমানের পর রামরাজ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ থাকবে না নিশ্চয়।

এশিয়ান ব্লক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পশ্চিমী ব্লকের দ্বিতীয় সংস্করন এশিয়ান ব্লক

ইউরোপে তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশগুলিকে লইয়া যেমন পশ্চিমী ব্লক গঠিত হইয়াছে যে এশিয়ান ব্লক গঠিত হইতে যাইতেছে তাহাও সেই একই জাতীয় হইতে বাধ্য। পশ্চিমীব্লকের কাজ হইল বিশ্ব-পুঁজিবাদের ঘাটীকে ইউরোপে ভালভাবে সুদৃঢ়, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তুতিকে ত্বরান্বীত এবং নিজ নিজ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে একাবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা। এশিয়ার ক্ষেত্রে এশিয়ানব্লকের কাজ তাহাই হইবে। এতদিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের আশা ছিল চীনের সাম্যবাদী অভিযান বিফল হইবে কিন্তু কুয়োমিনটাং চীনের পরাজয় যখন অবধারিত তখন যত শীঘ্র সাম্যবাদ বিরোধী এশিয়া ব্লক গড়িয়া উঠে তাহারই চেষ্টা হইতেছে। সেই চেষ্টার প্রাথমিক প্রস্তুতি লণ্ডনে এশিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলির গোয়েন্দা কর্ত্তাদের গোপন বৈঠকে হইয়াছে, নয়াদিল্লীতে তাহার বাহ্যিক প্রকাশ হইল, নিকট ভবিষ্যতে তাহা রূপ লইতে যাইতেছে।

এশিয়া সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার প্রতি দরদ দেখাইবার অভিনয় ভাল ভাবে জমিলেও আসলে ইহা যে এশিয়ার সাম্যবাদ বিরোধী চক্র গড়িবার চেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয় তাহার প্রমান মিলিবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের দিকে লক্ষ্য করিলে। এশিয়া সম্মেলন যখন নাম তখন নিশ্চয়ই এশিয়ার দেশগুলিই তাহাতে স্থান পাইবে এবং সেই দিক হইতে দেখিতে গেলে সোভিয়েট এশিয়ার নিমন্ত্রন হওয়া উচিত ছিল সম্মেলনে শুধু তাহাই নয় যদি প্রকৃতই এশিয়ার জনসাধারণেরই শোষণ দূর করাই লক্ষ্য হইত ইহার তাহা হইলে ধ্বংসোন্মুখ কুয়োমিনটাঙ চীনের পরিবর্ত্তে স্থান পাইত মুক্ত চীনে। এশিয়ার জনসাধারণের মুক্তি আন্দোলনের হোতা হইল মুক্ত চীন একথা উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল মহল ওয়ালষ্ট্রীটের মুখপত্র গুলিও আর অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। ইহারা ত স্থান পাইলই না, ইহাদের স্থলে আসিল এশিয়ার বহিভূত অষ্ট্রেলিয়া, আবিসিনিয়া মিশর। ইহাদের প্রতিনিধিত্ব পাইবার কারণ ইহারা সকলেই ইঙ্গমার্কিন ফ্যাসিবাদী চক্রে।

সম্মেলনে গৃহিত প্রস্তাব গুলির দিকে চাহিলেই সম্মেলনের চরিত্র বুঝিতে দেরী হইবে না। আমেরিকার প্রায় আধা সরকারী মুখপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া New york Times পর্য্যন্ত সকল সংবাদপত্রই পরোক্ষে ডাচ সাম্রাজ্যবাদের ইন্দোনেশিয়াকে আক্রমনের সমর্থন জানাইতেছে New york Herald Tribune ত পরিস্কারভাবেই বলিয়াছে—"The relative success of the Dutch programme out side Java and the weakness of the Indonesian republic.....hints that Dutch military victory, widely used, could bring a fruitful and instructive peroid of stability and semi-autonomy to Java,, রাষ্ট্রসংঘ হইতেছে এই ইঙ্গমার্কিন পরিচালিত পুঁজিবাদী চক্র। সোবিয়েটের যোগদান তাহার সে পুঁজিবাদী চরিত্র বদলাইতে পারে না। আর সেই চক্রের হাতে ইন্দোনেশিয়ার রক্ষার ভার দেওয়ার অর্থ—ডাইনির হাতে ছেলে তুলিয়া দেওয়া মানুষ করিবার জন্য। যে ডাচবাহিনী মার্কিনী অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত, ইঙ্গ সামরিক শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত তাহাদের হাতেই তুলিয়া দেওয়া হইল ইন্দোনেশিয়ার জনগণকে। ইহা অবশ্য হইতে বাধ্য কারণ পুঁজিবাদী দুনিয়ার আজ মার্কিন নেতৃত্বে না চলিয়া উপায় নাই।

এশিয়ার মুক্তির উপায়

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীর শোষণের নাগপাশ হইতে মুক্তি না মিলিলে এশিয়ার জনতার বাঁচিবার পথ নাই। অথচ প্রত্যেক দেশেই দেশীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় শোষণ চালাইয়া যাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের আঘাতে প্রতিক্রিয়ার এই দুর্গকে ভাঙ্গিতেই হইবে তাহার জন্য প্রস্তুতিই এখনকার ঐতিহাসিক কাজ। বিপ্লবের এই যুগ প্রস্তুতি সমগ্র এশিয়ার জনমানবকে একত্ব বন্ধনে বাঁধিবে; সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পথে এশিয়াবাসীর সাধারণ মিলন-ভূমি রচিত হইবে না।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিভিন্ন ইউনিটে 'লেনিন দিবস' প্রতিপালিত

লেনিনের বিপ্লবী আদর্শই শোষিত জনতার মুক্তি আনিতে পারে

ভারতবর্ষে ক্রমবর্দ্ধমান ফ্যাসিবাদী আক্রমণকে রুখিবার জন্য জনসাধারণকে পুঁজিবাদ বিরোধী গণফ্রণ্ট গঠনে আহ্বান

গত ২১শে জানুয়ারী 'লেনিন' দিবস উপলক্ষে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আহ্বানে বিভিন্ন স্থানে লেনিন দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিপ্লবী লেনিনবাদের পথে সুখী সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়িবার প্রতিজ্ঞা গৃহিত হয় সর্ব্বত্র।

কলিকাতা—

গত ২১ শে জানুয়ারী কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে এস, ইউ, সির প্রাদেশিক অপিসে (একজিবিশন রোয়ে) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলিকাতা জিলার সভ্য ও দরদীদের এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড সভাপতি বর্ত্তমান দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের ভাবধারায় ত্রুটিবিচ্যুতির আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কসবাদ লেনিনবাদের নানা প্রকার অবিপ্লবী বিভ্রান্তকর অপব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক পথ নির্দ্দেশ, মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলের গঠন, এবং তাহার সহিত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি ও সংগ্রামের সম্পর্ক বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে যদিও শ্রমিক শ্রেণীরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরকার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দলের কিন্তু সর্ব্বত্রই সর্বপ্রথমেই আগাইয়া আসে একদল declassed মধ্যবিত্ত উপশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষতার জন্য। ফলে দল যদি সঠিক মার্কসবাদী পথে গড়িয়া না উঠে তাহা হইলে দলের নেতৃত্বের মধ্যে মধ্যবিত্ত উপশ্রেণী সুলভ এমন এক অবিপ্লবী রোমাঞ্চপ্রিয়তা দেখা দেয় যাহাতে দল লেনিনবাদের বিপ্লবী পথ ছাড়িয়া সিনডিক্যালিষ্ট সন্ত্রাসবাদের পথ লয়। ইহা শুধু সেই দলকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না উপরন্তু যাহারা শ্রমিক আন্দোলন করে তাহাদের সকলকেই প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে অত্যাচারী ফ্যাসীবাদী শক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইবার সুযোগ আনিয়া দেয়। ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্টপার্টিও তাহাই করিতেছে। ফলে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আজ লেনিনবাদের পথ ছাড়িয়া অবৈজ্ঞানিক সন্ত্রাসবাদের পথে পরিচালিত হইতে যাইতেছে তাহাদের দ্বারা। এই ভুল ও আত্মহত্যাকর পথ হইতে শ্রমিক শ্রেণীকে ফিরাইয়া আনিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভবিষ্যত ভারতীয় বিপ্লবের উপযুক্ত সময় এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের সাংগঠনিক প্রস্তুতি করিয়া যাইতে হইবে। বিপ্লবের জন্য ধৈর্য্য চাই, romantic ও passionatic হইয়া হঠকারিতার পথে পা বাড়াইলে বিপ্লবে সফল হওয়া ত যাইবেই না বরং বিপ্লবী-শক্তির ধ্বংস ডাকিয়া আনা হইবে।

গণদাবীর প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও শ্রেণী সম্বন্ধের ভিত্তিতে ট্রেডইউনিয়ন, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনে যে বিভিন্ন দলগুলি মার্কসবাদী বলিয়া পরিচয় দিতেছে তাহাদের চরিত্র ও বিপ্লবের প্রতি ব্যবহার এবং বিপ্লবের কাজে তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা লাগাইতে হইলে কোন পথ ধরিতে হইবে তাহা বিশ্লেষণ করেন। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্রবুরোর বিশিষ্ট ছাত্র-নেতা তাপস দত্ত লেনিন দিবস পালন করার অর্থ ও তাহার সহিত বিশ্বের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির সম্পর্ক কি তাহা বর্ণনা করেন।

টালিগঞ্জ—

কলিকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২১শে জানুয়ারী লেনিন দিবস আরম্বরে প্রতিপালিত হয় টালিগঞ্জ রয়াল ক্যালকাটা গলফ্‌ ক্লাব ময়দানে। সভাপতিত্ব করেন এস, ইউ, সির শ্রমিক নেতা কমরেড অজিত সেন। কমরেড সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেনিনের বিপ্লবী শিক্ষার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—যাহারা চিরকাল অবহেলিত ও অবজ্ঞাতের দলে ছিল জগতের সকল কিছু উৎপাদন করিয়াও যাহারা একমুঠা ভাত পায় নাই, পরণে কাপড় পায় নাই, মানুষ হইয়াও মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার পায় নাই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে ও চক্রান্তে তাহারা কমরেড ও শিক্ষক লেনিন পরিচালিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে জনতার শত্রু শোষক ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে চুরমার করিয়া দিয়া জনগণের এক ষষ্ঠাংশে নিজেদের রাষ্ট্র গড়িয়াছে। দুঃখ দৈন্য, অভাব অনটন, দুর্ভিক্ষ মহামারী, ছাঁটাই ও শোষণের ভয় সেখানে নাই; সেখানে সকলেই সুখী। এই রকম সুখী সমাজ ভারতবর্ষেও গড়িতে হইবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উৎখাত করিয়া। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজন। তাই তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যের বিভেদ ও বিভ্রান্তি কাটাইয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। সভায় এস, ইউ; সির, কেন্দ্রিয় কমিটির সভ্য কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, শ্রমিক কর্মী কমরেড বলদেও মহাতো গুণ মান্না প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা—

গত ২১ শে জানুয়ারী উত্তর ২৪ পরগণার জেলা কমিটির অফিসে লেনিন দিবস উপলক্ষে একটি শ্রমিক সমাবেশ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুনীল ব্যানার্জী। সভাপতি কমরেড ব্যানার্জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন লেনিন দিবসের সার্থক উদযাপন হইবে কমরেড লেনিনের শিক্ষাকে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় সঠিক প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় ভবিষ্যত শ্রমিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করা।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও আগড়পাড়া চটকল মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড দুর্গা মুখার্জী, বিশিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সনত দত্ত এবং কমরেড মহেশ চক্রবর্ত্তী সভায় বক্তৃতা করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা—

গত ২১ শে জানুয়ারী বিকালে জয়নগর মজিলপুরে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে লেনিন দিবস উদযাপিত হয়। পার্টি অফিসে লাল পতাকা উত্তোলিত হইবার পর, লালপতাকা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং সহর পরিভ্রমনের পর স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমেঘনাদ মণ্ডলের সভাপতিত্বে এক সভা হয় তিলিপাড়া স্কুল ময়দানে। সভায় প্রায় পাঁচশত ছাত্র ও কৃষকের সমাবেশ হইয়াছিল। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট নেতা কমরেড নিহার মুখার্জী কমরেড লেনিনের শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখা করেন। বিশিষ্ট ছাত্র-নেতা কমরেড সুকোমল দাসগুপ্ত ও স্থানীয় ছাত্র-নেতা কমরেড নীরেন্দু ব্যানার্জী, বিমল মুখার্জী ও সুধীর সরকার ছাত্রদের কর্ত্তব্য এবং বিশিষ্ট কৃষক-নেতা কমরেড রামদাস মুখার্জী কৃষক-ভাইদের কি করিলে মুক্তি মিলিবে তাহা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

জাতীয় স্বাধীকার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১৬টি অঙ্গীভূত প্রজারাষ্ট্রের প্রত্যেকটিই স্বাধীন ও সার্বভৌম। তাহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রধান গাহন হইল স্বেচ্ছামূলক যৌথরাষ্ট্রব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র হইবার অধিকার। আজ পর্য্যন্ত কোন প্রজারাষ্ট্রই যৌথরাষ্ট্র ত্যাগ করিতে চায় নাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে। সোবিয়েৎ বহুজাতিক রাষ্ট্রের প্রগতিশীলতার ইহাও আর একটি প্রমাণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্টার আদর্শ বাস্তবক্ষেত্রে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হইয়াছে।

দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তীকালে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশের মুক্তি-সংগ্রামকে নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়াছে। চীনের নেতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেন এই সত্যকে মনে প্রানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ ইত্যাদি দেশের প্রকৃত দেশভক্তেরাও এই সত্যকে উপলব্ধি করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও সোবিয়েৎ নীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্তালিন বলেন :—"ইউরোপের দেশ বা জাতি হউক অথবা এশিয়ার দেশ বা জাতি হউক, পররাজ্য দখলের বা অপর জাতিকে গোলাম বানাইবার লক্ষ্য আমাদের নাই, থাকিতেও পারে না।" তেহরান, ইয়াল্‌তা এবং পট্‌সডামে উপরোক্ত সোবিয়েৎ আদর্শই খাটান্ হইয়াছিল। আজও পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। সোবিয়েৎ ইন্দোনেশিয়ার ও ভিয়েৎনামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করিতেছে, উত্তর কোরিয়া হইতে সৈন্য অপসারিত করিয়াছে এবং কোরিয়ার জনগণের ইচ্ছায় নির্ব্বাচিত লোকায়ত্ত রাজ্যকে মানিয়া লইয়াছে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ইজ্রাইল রাষ্ট্রকেও মানিয়া লইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের অছিগিরির আদর্শকে বিকৃত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও সোবিয়েৎ লড়িতেছে। —টাস্

কলিকাতায় ছাত্র ও বাস্তুহারাদের উপর গুলিচালনার প্রতিবাদে শোভাযাত্রা ও সভা।

গত ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী জয়নগর মজিলপুরে স্থানীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ছাত্র বুরোর উদ্যোগে ছাত্রদের এক বিরাট শোভাযাত্রা ও সভা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ছাত্রনেতা কমরেড দেবীদাস মুখার্জ্জী। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড মুখার্জ্জী কংগ্রেসী সরকারের ফ্যাসিবাদী বর্ব্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন এবং সমস্ত ছাত্র সমাজকে পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্য বৈপ্লবিক প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানান।

সাহেব কর্ত্তার মতে - মাঠে কাপড় শুকাইতে দেওয়া ভীষণ অপরাধ

টালিগঞ্জে রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের দুইজন শ্রমিককে এই অপরাধে চাকুরী হইতে বরখাস্ত

গত ১৪ই জানুয়ারী সুখদা দেবী ও মতী দেবী নাম্নী রয়েল ক্যালকাটা গলফ্ ক্লাবের দুইজন কর্ম্মী সকাল হইতে ক্লাবের কাজ কর্ম্ম করিবার পর ঐ স্থানেই স্নান সারিয়া তাহাদের পরিধেয় কাপড় ক্লাবের মাঠে শুকাইতে দেয়। ক্লাবের সাহেব কর্ত্তার নজরে এই ঘটনাটি পড়ায় তিনি তৎক্ষনাত তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া অকথ্য কুকথ্য গালিগালাজ করিয়া তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় শ্রমিকরা বহুদিন হইতেই এই সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের অন্যত্র গিয়া স্নান করা সম্ভব নয়। শ্রমিক ইউনিয়ন যে দিন হইতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডার অধীনে যাইতে অস্বীকার করিয়াছে সেইদিন হইতে মালিক পক্ষ নানা ছুতায় শ্রমিকদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু শ্রমিক সাধারণ নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া ইহার যোগ্য উত্তর দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং প্রস্তুত হইতেছে।

—•—

সিদ্ধি, সি, পি, ডবলিউ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভা

গত ১৯শে জানুয়ারী সিদ্ধি, সি, পি, ডবলিউ, ডি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির এক সভা, ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ এস মুখার্জির সভাপতিত্বে ইউনিয়নের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহিত হয়।

(১) সিদ্ধি, সি, পি, ডবলিউ, ডি' ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই সভা ইউনিয়নের কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিবার জন্য এবং বিগত কউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশিষ্ট ট্রেড-ইউনিয়ন কর্ম্মী কমরেড প্রীতিশ চন্দকে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিল।

(২) সি, পি, ডবলিউ ডি, ওয়ার্কস ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনার্দন শর্ম্মাকে দিল্লী পুলিশ গ্রেপ্তার করায় এই সভা দিল্লী পুলিশের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। এই সভা মনে করে যে গণতান্ত্রিক দেশে স্বাধীন ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন করিবার অধিকার শ্রমিক শ্রেণীর আছে এবং যে কোন ট্রেডইউনিয়ন কর্ম্মীর স্বাধীন মত এবং চিন্তা প্রকাশের অধিকারও আছে। এই সভা সি, পি, ডবলিউ, ডি' ওয়ার্কস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জনার্দ্দন শর্ম্মার অবিলম্বে মুক্তিদাবী করিতেছে।

ইউনিয়ন হইতে কমরেড শর্ম্মার মুক্তি দাবী করিয়া দুইটি তার কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত নেহেরু এবং ওয়ার্কস মাইনস্ এবং পাওয়ার বিভাগের মন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয়।

মুলাদিয়ায় কৃষক সমাবেশ

গত ২৩শে জানুয়ারী রবিবার ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত মুলদিয়া গ্রামে স্থানীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে ও জনপ্রিয় কৃষাণ-নেতা কমরেড্ রামদাস মুখার্জ্জির নেতৃত্বে এক বিরাট কৃষক সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড প্রমোদ সিংহরায়।

সভায় স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী বসন্ত ঘোষ ও কৃষকনেতা কমরেড্ সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্রনেতা কমরেড্ আনন্দ ভট্টাচার্য্য ও জনপ্রিয় জননেতা কমরেড্ সুবোধ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কমরেড সুধীর ব্যানার্জ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে তথাকথিত জাতীয় সরকারের স্বরূপকে উদঘাটিত করিয়া কৃষকদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে অনুরোধ করেন ও গ্রামে গ্রামে সংঘবদ্ধ কৃষক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে অনুরোধ করেন।

সভায় ললিত মোহন রায় কর্ত্তৃক একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবটিতে প্রস্তাবক স্থানীয় কৃষক সমিতিকে পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষক সমিতি গুলির কার্য্যকে জোরদার করিয়া তুলিতে স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীদিগকে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে কমরেড্ সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে কৃষক ভাইদের কাছে বিপ্লবের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে এই সংগ্রামের পথ সুখের নহে। এজন্য অনেককে রক্ত দিতে হইবে ও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। উপসংহারে সভাপতি কৃষক ভাইদের সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করেন।

কংগ্রেসী ন্যায় বিচারের জ্বলন্ত প্রমান

বিনা বিচারে অসংখ্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

কিন্তু

সর্দারজীর পুত্র বেআইনী কাজ করিলেও কিছু হইবে না

কংগ্রেসী সরকারের দোর্দণ্ড ফ্যাসিবাদী নিষ্পেষণে অসংখ্য সংবাদপত্র ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কতকগুলির উপর প্রকাশের পূর্ব্বে 'সেন্সরের' খাঁড়া ঝুলিতেছে এবং জামানত তলব জেল ও জরিমানা ত যে কোন প্রগতিবাদী সংবাদপত্র ও তাহার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর নিত্যই পড়িতেছে। প্রত্যেক বামপন্থিদলগুলির মুখপত্রগুলির এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে এবং এমন কি সাধারণ উদারনৈতিক বুর্জোয়া পত্রিকাগুলিও ইহা হইতে নিস্কৃতি পাইতেছে না।

এই অবস্থায়ও কিন্তু ভারতের লৌহমানব সর্দ্দার প্যাটেলের পুত্র দয়াভাই প্যাটেল সরকারী আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সমানে বেআইনী কাজ করিয়া চলিয়াছেন। আইন সেখানে নীরব। কঞ্চ (conch) নামক একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক পত্রিকা দয়াভাই প্যাটেলের, ২১ দালাল ষ্ট্রীটস্থ হিন্দুস্থান প্রিন্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত কিন্তু তাহাতে লেখা থাকিত "এসোসিয়েটেড এডভাটাইজাস এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস লিঃ আর্থার রোড" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৬ই জানুয়ারী পুলিশ উক্ত হিন্দুস্থান প্রিন্টিং প্রেস খানা-তাল্লাস করিয়া ৭ই জানুয়ারী তারিখ সমন্বিত কঞ্চ পত্রিকা গুলি হস্তগত করে। অন্য কোন ছাপাখানা হইলে আইনভঙ্গকারীকে এক সপ্তাহের মধ্যেই আদালতে হাজির করা হইত কিন্তু এক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী সর্দ্দার পুত্র বলিয়া সরকার পক্ষ ঘটনাটি বেমালুম চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

অসহায় শবর (খারিয়া) সম্প্রদায়ের উপর সরকারী কর্ম্মচারীর জুলুমবাজী

ঘাটশিলা—কয়েকদিন পূর্ব্বে ঘাটশিলা থানার অন্তর্গত ভিতর-আমদাতালাদা গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ও কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির গ্রামবাসী ঐ অঞ্চলের জঙ্গল গার্ডের সহযোগিতায় উক্তগ্রামের চারিজন অসহায় শবরের উপর চক্রান্ত করিয়া জুলুম চালায়। প্রথমে তাহাদিগকে হাত পা বাঁধিয়া অমানুষিকভাবে প্রহার করা হয়; পরে জীবনের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ দাবী করা হয়। যখন বাধ্য হইয়া প্রাণভয়ে নির্য্যাতিত ব্যক্তিরা টাকা দিতে রাজী হয় তখন টাকা দিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। নির্দ্ধারিত দিনে প্রধান এবং সরকারী কর্ম্মচারীটি আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে ১২৫৲ টাকা লইয়া যায়। দরিদ্র শবররা নির্য্যাতনের ভয়ে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এবং ঋণ করিয়া শয়তানদের এই দাবী মেটায় এবং অপর কাহাকেও জানাইলে পাছে তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া এইরূপ নির্যাতন করে সেই ভয়ে খবরটি চাপিয়া যায়। পরে ঐ অঞ্চলের শবর কর্ম্মী শ্রীশম্ভুশবর ইহার সংবাদ পাইয়া নিষ্পেষিত শবরগণকে লইয়া ঐ গ্রামের প্রধানের নিকট গিয়া টাকা ফেরৎ দিবার দাবী জানায়। প্রথমে টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করিলেও শেষে সে ৮৮৵ আনা দেয় এবং বলে সে টাকা লয় নাই, জঙ্গলগার্ড লইয়াছে। এই সংবাদ শবর নেতা শ্রীযুত বলরাম দাসের নিকট পৌঁছাইলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা তদন্ত করিয়া স্থানীয় জঙ্গল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও মহকুমা হাকিমের গোচরিভূত করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দরিদ্র শবররা বাকী টাকা ফেরত পায় নাই কিংবা অত্যাচারী গার্ডটির কোন শাস্তিও হয় নাই।

—•—

মন্দির বাজারে কৃষক জমায়েত

গত ২৩ শে জানুয়ারী এস, ইউ সি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটি উদ্যোগে মন্দির বাজারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করে স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী শক্তিপদ রায়। সভায় এস, ইউ, সি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক ও কৃষক-নেতা অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, ছাত্র নেতা নীরেন ব্যানার্জ্জী, কৃষক কর্ম্মী সত্য রায় মাধুর্য্য হালদার প্রভৃতি বক্তৃতা দেন প্রায় ৩০০ জন কৃষক ও ছাত্র সভা উপস্থিত ছিলেন।

—•—

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক আ প্রেস, ২০ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাত হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যাল ১ এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১